তারিখ 23 OCT 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

প্রথম আলো

১৬ বছর অনির্বাচিতরাই উপাচার্য

মোশতাক আহমেদ ও মাহবুব আলম, রাজশাহী থেকে ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

■ 'হারার ভয়ে' উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হয় না

■ এই সংস্কৃতি চালু থাকলে উপাচার্যের জবাবদিহি থাকে

এক মেয়াদ বিরতির পর সাড়ে পাঁচ মাস আগে আবারও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক এম আবদুস সোবহান। প্রথম দফায় উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন ছাড়াই চার বছর পার করেছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক বলেছেন, এখন পর্যন্ত যে অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে এবারও একই পথে হাঁটছেন বর্তমান উপাচার্য।

অনুসন্ধানে জানা গেল, শুধু অধ্যাপক সোবহান নন, গত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-জামায়াত জোটের আমলে নিয়োগ পাওয়া পাঁচজন উপাচার্যের কেউই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেননি। অনির্বাচিত হিসেবেই তাঁরা বছরের পর বছর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩ অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে প্রথম ধারাটিই হলো, সিনেট মনোনীত (নির্বাচিত) তিনজনের প্যানেল থেকে একজনকে চার বছরের জন্য উপাচার্য নিয়োগ দেবেন আচার্য তথা রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সেটি বাদ দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষের ধারাটি বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে। ওই ধারা অনুযায়ী ছুটি, অসুস্থতা, পদত্যাগজনিত অথবা অন্য কোনো কারণে উপাচার্যের পদটি সাময়িকভাবে শূন্য হলে আচার্য তা পূরণে যা ভালো মনে করবেন তার ব্যবস্থা নেবেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক *প্রথম আলো*কে বলেন, দুটি কারণে এখানকার উপাচার্যরা সিনেটের মাধ্যমে প্যানেল নির্বাচন করতে চান না। প্রথমত, তাঁদের হেরে যাওয়ার ভয়। দ্বিতীয়ত, এখন সরকার থেকেই মেয়াদ উল্লেখ করে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ফলে উপাচার্যরা আর গণতান্ত্রিক নিয়মটি মেনে প্যানেল নির্বাচন দিতে চান না। উপাচার্য নির্বাচনের সংস্কৃতি চালু থাকলে তার জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষকদের মতামত উপেক্ষা করে উপাচার্য তখন স্বেচ্ছাচারী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক উপাচার্য আবদুল খালেক (যিনি সর্বশেষ প্যানেল নির্বাচন দিয়েছিলেন) প্যানেল নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করে *প্রথম আলো*কে বলেন, ১৬ বছরে অন্তত চারবার উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। এটি হলে গণতন্ত্র আরও সুসংহত হতো।

নির্বাচিত প্যানেল থেকে সর্বশেষ উপাচার্য হওয়া অধ্যাপক সাইদুর রহমান খানও মনে করেন, উপাচার্য প্যানেলের মাধ্যমেই উপাচার্য নিয়োগ করা প্রয়োজন। কারণ, এতে প্রায় সব শ্রেণির মতের প্রতিফলন ঘটে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়টির ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের একটি বিভাগের একজন অধ্যাপক *প্রথম আলো*কে বলেন, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি এতটাই গণতান্ত্রিক ছিল যে এখানে অনিয়ম করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সেটি না মানায় এখন সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম বাসা বেঁধেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক আবদুল খালেককে সরকার থেকে উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আড়াই বছরের মাথায় তিনি অধ্যাদেশ অনুযায়ী, সিনেট সভা ডেকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেন। তিনিও তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওই সিনেটের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

● রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : যানজটে থেমে গেল বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা
পড়ুন : **পৃষ্ঠা-৫**

১৬ বছর অনির্বাচিতরাই উপাচার্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

একজন শিক্ষক প্রতিনিধি *প্রথম আলো*কে বলেন, ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-সমর্থক আরেক শিক্ষক অধ্যাপক এম সাইদুর রহমান খানের চেয়ে মাত্র দুই ভোট কম পেয়ে প্যানেলে দ্বিতীয় হন আবদুল খালেক। তিনজনের নির্বাচিত প্যানেলের মধ্যে যেকোনো একজনকে নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ থাকলেও বেশি ভোট পাওয়া সাইদুর রহমান খানকে ১৯৯৯ সালের আগস্টে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন আচার্য। তিনিই সর্বশেষ নির্বাচিত উপাচার্য। কয়েকজন শিক্ষক বলেন, এই ঘটনার পর থেকেই এই ভয় অন্য উপাচার্যদের তাড়া করে।

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে নির্বাচিত উপাচার্য সাইদুর রহমানকে ওই বছরের নভেম্বরে সরে যেতে বাধ্য করে। তাঁর জায়গায় নিয়োগ পান অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী। এরপর থেকেই অনির্বাচিত উপাচার্যদের দায়িত্ব পালনের সংস্কৃতি শুরু হয়, যা এখনো চলছে। অধ্যাপক ফারুকী ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪৪ জন কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক কেলেঙ্কারি হয়েছিল। এরপর নিয়োগ পান অধ্যাপক আলতাফ হোসেন। তাঁকেও সরে যেতে হয়। মাঝে মামুনুল কেরামত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এম আবদুস সোবহানকে উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। এম সোবহানের চার বছরের দায়িত্ব শেষে ২০১৩ সালের মার্চে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনকে উপাচার্য করা হয়। তিনিও উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেননি। তবে প্রায় ১৪ বছর পর ২০১৫ সালে তিনি একবার এবং পরের বছর আবার সিনেট সভা ডাকলেও সেখানে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেননি। এভাবেই তাঁর মেয়াদ শেষ হয় গত মার্চ মাসে। এরপর দেড় মাস উপাচার্যের পদ শূন্য থাকার পর আবারও উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ এম আবদুস সোবহান।

জানতে চাইলে উপাচার্য এম সোবহান উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন না হওয়ার জন্য সিনেট গঠন অসম্পূর্ণ থাকাসহ কয়েকটি কারণের কথা বললেন। তবে বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধির পদে নির্বাচনসহ অন্যান্য পদ পূরণে তাঁর চেষ্টা থাকবে বলে জানান।

মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট, নির্বাচনের উদ্যোগ নেই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ১০৩ সদস্যের। এর মধ্যে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকারবলে সদস্য। অন্যদের মধ্যে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি, ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, একাডেমিক কাউন্সিল মনোনীত ১০ জন কলেজশিক্ষক ও ৫ জন কলেজ অধ্যক্ষ, ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি (ছাত্র সংসদ থেকে), স্পিকার মনোনীত ৫ জন সাংসদ, সরকার মনোনীত ৫ জন সরকারি চাকুরে, আচার্য মনোনীত ৫ জন শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট মনোনীত ৫ জন ও ২ জন বোর্ড চেয়ারম্যান। রেজিস্টার্ড সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, এসব পদে পরবর্তী জন নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বশেষ নির্বাচিতরাই বহাল থাকার কথা আছে ঠিকই। কিন্তু এরপরও ২০ জন সদস্যের পদ শূন্য।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী ছাত্র প্রতিনিধিদের মেয়াদ এক বছর। বাকিদের তিন বছর। অথচ ১৯৯৪ সালের পর আর রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন হয় না। ওই সময় নির্বাচিতদের কেউ কেউ মারাও গেছেন। ২০০১ সালে একবার রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আর হয়নি। সর্বশেষ ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন হয়েছিল ২০১৪ সালের এপ্রিলে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। তবে ১৯৯৩ সালে তা ভেঙে দেওয়া হয়।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা